ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৫৯ ● কলকাতা ● ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০২ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## উনি আমার হাত-পা ধরেছিলেন, সাক্ষী ছিলেন এই তিন জন', অভিষেককে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দুর

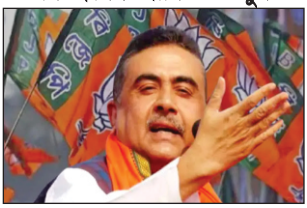

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। তার আগে একদিকে প্রস্তুতি, আর আরেক দিকে চলছে রাজনৈতিক দলগুলির আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ। দিন দুয়েক আগে প্রকাশ্য সভা থেকে শুভেন্দুকে বেইমান বলে তোপ দেগেছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন তৃণমূলের

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

## যাদবপুরে ব্রাত্যের গাড়ি ভাঙচুর, আহত শিক্ষামন্ত্রী!

ভেঙে দেওয়া হয়েছে ব্রাত্যের গাড়ির কাচ। —নিজস্ব চিত্র।

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ব্রাত্য তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার বৈঠক সেরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোচ্ছিলেন। সেই সময় ব্রাত্যের গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেন ওই পড়ুয়ারা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন শিক্ষামন্ত্রী।ব্রাত্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বিশৃঙ্খলা থামেনি। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মচারী সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে যাদবপুর এইট বি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করেন বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর পড়ুয়ারা। ওই পড়ুয়াদের বক্তব্য, শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর সময় এক পড়ুয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন। তাঁর মাথা ফেটেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে ব্রাত্য জানান, গাড়ির কাচ ভেঙে তার টুকরো হাতে-মুখে লেগেছে। হাতে এক্স-রে করা হয়েছে। ব্রাত্যকে দেখতে এসএসকেএম চত্বরে পৌঁছে যান তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমাদের ধৈর্য

এরপর ৫ পাতায়

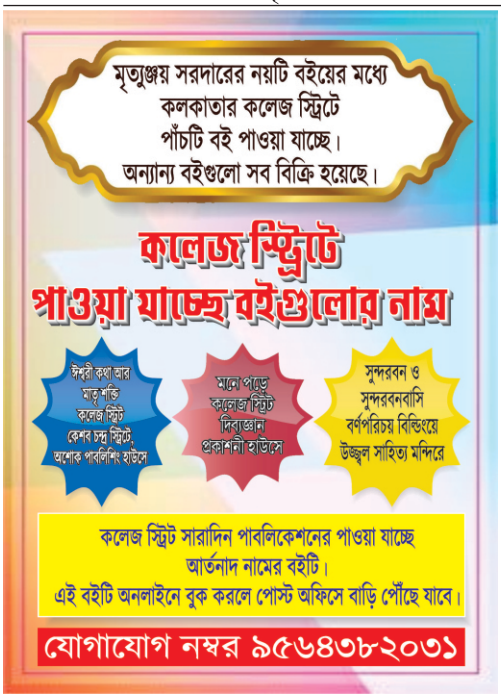

# বেলপাহাড়িতে সাংসদ তহবিলে তৈরি হচ্ছে ছাত্রী নিবাস, শিলান্যাস করলেন সাংসদ

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম**

বেলপাহাড়ি এসসি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হোস্টেলের শিলান্যাস করলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালিপদ সরেন। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর দুই ব্লকের বেলপাহাড়ী এস. সি হাই স্কুলের (উঃ:মা:) এর সাঁওতালি মিডিয়াম ছাত্রী নিবাস এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।যার জন্য আনুমানিক ব্যায় হবে ৪৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ২০৮ টাকা। শনিবার বেলপাহাড়ি এসসি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হোস্টেলের শুভ শিল্যানাস করলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালিপদ সরেন (খেরওয়াল), তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিনপুর-২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুমন ঘোষ, বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দ্বিবেদী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক সৃজন হাঁসদা, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি নিশীথ মাহাত, বিশিষ্ট সমাজসেবী গুরুপদ মুর্মু সহ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্নেহের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সাংসদ কালিপদ সরেন এর সাংসদ তহবিল এর টাকায় বেলপাহাড়ি এস সি হাইস্কুলের ছাত্রীদের ওই হোস্টেলটি তৈরি করা হবে। সাংসদ হিসেবে কালিপদ সরেন এর প্রথম কাজ হলো বেলপাহাড়ি এস সি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হোস্টেল তৈরির কাজ। বেলপাহাড়ি এস সি হাই স্কুলে ছাত্রীদের কোনো হোস্টেল ছিলো না। হোস্টেল এর দাবিতে বহু আন্দোলন করেছে ছাত্রীরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তাই অবশেষে ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালিপদ সরেন তার সাংসদ তহবিলের টাকায় তৈরি করার জন্য শুভ সূচনা করায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা খুব খুশি, তাই তারা সাংসদ কালিপদ সরেন কে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। তাই বেলপাহাড়ি এসসি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হোস্টেল তৈরির শুভ সূচনা করে সাংসদ কালিপদ সরেন বলেন, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হোস্টেল এর দাবি দীর্ঘদিনের। তাই ছাত্রীদের জন্য তার সাংসদ তহবিলের টাকায় হোস্টেল তৈরি করার জন্য শনিবার শুভ সূচনা করা হয়েছে। যার ফলে হোস্টেল টি তৈরি হলে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে তিনি জানান।

# আবারও গরু পাচার রুখে দিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ, গরু পাচারের ঘটনায় গ্ রেফতার ২, উদ্ধার ৪টি গরু

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

**ঝাড়গ্রাম -** গরু পাচার করার সময় চারটি গরু সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। গরু পাচার করার সময় ৪ টি গরু সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত চাঁদাবিলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের নাম এস কে রোহিত আলী ও আক্তার খান। তাদের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কশবা নারায়ণগড় এলাকায় । শনিবার অভিযুক্তদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরোও জানা গিয়েছে শুক্রবার রাত্রে একটি পিকআপ ভ্যানে ৪

এরপর ৬ পাতায়

# '২০ মার্চের মধ্যে জবাব চাই..,' হাইকোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে নিয়োগ । আদালতে চলছে মামলা। কর্মশিক্ষা-শারীরশিক্ষা বা এসএলএসটি নিয়োগ মামলায় পক্ষ হতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন প্রায় পাঁচশো চাকরিপ্রার্থী। এদিকে পাল্টা চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনে আপত্তি জানান আবেদনকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ।পাল্টা রাজ্যের দাবি, "রাজ্য নিজের অধিকারেই ক্যাবিনেটে এই শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা যাতে কর্মহীন না হন, তার জন্য এই পদ তৈরি হয়েছে।" সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা বিচারাধীন একটা মেমো নম্বর ছাড়া তার সঙ্গে এই মামলার কোনও সম্পর্ক নেই বলেও কোর্টে জানায় রাজ্য।

এদিকে যোগ্য প্রার্থীদের আইনজীবী এই মামলায় পক্ষভুক্ত হতে আবেদন করে দাবি করেন, "এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও অস্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়নি। বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্যের দেওয়া নির্দেশ মতোই নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। যারা নিয়োগ পেয়েছেন, প্রত্যেকে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই অকৃতকার্য কোনও প্রার্থী সফল তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।"

শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি চলাকালীন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৌখিক আপত্তি শুনল না হাই কোর্ট। রীতিমতো আদালতে 'ধাক্কা' খেয়েছেন হেভিওয়েট আইনজীবী। তার বিরোধিতার যুক্তির পাল্টা বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানতে চেয়েছেন, কেন ওই পাঁচশো চাকরিপ্রার্থী মামলায়

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# উনি আমার হাত-পা ধরেছিলেন, সাক্ষী ছিলেন এই তিন জন', অভিষেককে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দুর

নম্বর টু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে শুভেন্দু বলেন, 'মাননীয় ভাইপো বাবু। আপনাকে আদর করে সবাই কয়লা ভাইপো বলে। আমি তোলাবাজ ভাইপো বলি। ২০১১ সালের পরে আপনি এসেছেন সাজানো বাগানে ফুল তুলতে। আপনার সঙ্গে দেড় হাজার পুলিশ থাকে। আকাশে, চার্টার্ড ফ্লাইট আর হেলিকপ্টারে থাকেন আপনি। আপনার যে পরিণতি কী হবে তা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।' হাতে গোনা দিন অবশিষ্ট রয়েছে বলেও হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে জোর গলায় দাবি করে শুভেন্দু বলেন, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কার্যত তার পায়ে ধরেছিলেন অভিষেক। একইসাথে অভিষেকের দিন ফুরিয়ে এসেছে বলেও দাবি করেন গেরুয়া বিধায়ক।

শুভেন্দুর কথায়, 'পয়লা ডিসেম্বর ২০২০ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এক তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে উনি (অভিষেক) কার্যত আমার হাত - পা ধরেছিলেন। সাক্ষী ছিলেন তিন জন। অধুনা বিহারের জন সুরাজ পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোর, ওনার দলের সাংসদ বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সৌগত রায়। তিনটে সাক্ষী দিয়ে গেলাম।'

শুভেন্দু বলেন, "ওই বছরই ১৭ ডিসেম্বর বিধায়ক পদ থেকে আমি পদত্যাগ করি। ১৯ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে যশস্বী নেতা অমিত শাহজির হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করি আমি।

গত বিধানসভার স্মৃতি হাতড়ে শুভেন্দু বলেন, '১৮ জানুয়ারি ২০২১-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে গিয়ে বলেছিলেন, নন্দীগ্রাম আমার ছোট বোন, ভবানীপুর আমার বড় বোন। আমি এখানে দাঁড়াব। সেদিন রাতেই দিল্লির নেতৃত্ব, আমাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর জন্য গুরুদায়িত্ব দেয়।'

## সরকারি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের শিল্প, ফারুকীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে মঞ্চেই ইস্তফা বিশিষ্ট শিল্পীর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

**ঢাকা:** খোদ সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকির প্রতি ভয়ংকর অভিযোগ তুলে ইস্তফা দিলেন বাংলাদেশের শিল্পকলা আকাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ। শুক্রবার রাতে নাটকীয়ভাবে নাটকের মঞ্চে উঠেই তিনি প্রকাশ্যে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানান। একই মঞ্চে থাকা শিল্পকলার সচিবের হাতে তুলে দেন পদত্যাগপত্রও।সৈয়দ জামিল আহমেদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ খুললেন ফারুকী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক দীর্ঘ বক্তব্যে তিনি বলেন, ''সৈয়দ জামিল আহমেদের অভিযোগের সবটা সত্য নয়, কিছু বিষয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর কিছু তার ব্যক্তিগত হতাশা থেকে আসা। তবে সৈয়দ জামিল আহমেদের

এরপর ৬ পাতায়

# দিঘার জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শন করলেন পুরীর মহারাজ, ঝড়ের গতিতে উদ্বোধনের কাজ চলছে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

হাতে বেশি সময় নেই। তাই ঝড়ের গতিতে কাজ চলছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের। সমুদ্রসৈকত তীরবর্তী জগন্নাথ মন্দির গড়ে তোলার কাজ এখন মধ্যগগনে। দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। কারণ একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করতে আসবেন। অপরদিকে এই জগন্নাথ মন্দির গড়ে উঠলে তা পর্যটকদের কাছে বড় আকর্ষণের বিষয় হবে।এছাড়া আর কদিনের মধ্যেই এই জগন্নাথ মন্দির এবং গোটা পরিকাঠামো সকলেই দেখতে পাবেন। এখন সেজে ওঠা দেখতে পাচ্ছেন যেসব পর্যটকরা আসছেন। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে হোটেল মালিক, কর্মী-সহ পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা রোজই দেখতে পাচ্ছেন গড়ে ওঠা উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরীর সমান উচ্চতার জগন্নাথ মন্দির দিঘাতে তৈরির কথা ঘোষণা করেন। নিউ দিঘা স্টেশনের ধারে ভোগীবক্ষপুর মৌজায় মন্দির নির্মাণ হচ্ছে। ২০২২ সালের অক্ষয় তৃতীয়ায় ২৫ একর জমিতে জগন্নাথ মন্দির এবং সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তুলতে শুরু হয় কাজ। এই মন্দির নির্মাণ করতে খরচ হচ্ছে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। বাংলায় পর্যটনের একটা বড় দরজা খুলে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই আবহে এবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের প্রস্তুতি নিয়ে কোমর বেঁধে কাজ করা হচ্ছে। তাই এখানের মাঙ্গলিক রীতি নিয়ে বৈঠক এবং মন্দির উদ্বোধনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রাজেশ দৈতাপতি মহারাজ।এদিকে এই ঘটনা ঘটতেই সকলের মনে প্রশ্ন, কবে সাধারণের জন্য খুলবে দ্বার? কবে হবে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন? মুখ্যমন্ত্রী কবে আসবেন? এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে ছিলেন, আগামী ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। তার আগে এই সৈকতনরীতে এসে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাজ্য এবং জেলার অফিসাররা দফায় দফায় পরিদর্শন করেছেন। একের পর এক বৈঠক করে চলেছেন। এই আবহে শুক্রবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির পরিদর্শন করতে আসেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্য দৈতাপতি। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি এবং অন্যান্যরা। অন্যদিকে এখানে পা রেখেই পুরীর মন্দিরের মুখ্য দৈতাপতি দেখতে পান জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি কেমন উন্নয়ন হয়েছে। রাস্তাঘাট, আলো, পরিকাঠামো, পর্যটকদের জন্য ব্যবস্থা এবং মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ-সহ শুদ্ধ আচারের ব্যবস্থা। এই বিষয়ে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, 'পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্য দৈতাপতি মহারাজ এসেছেন। তিনি সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেছেন। মন্দিরের মাঙ্গলিক রীতিনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' এখন জগন্নাথ মন্দিরের পাশে মাসির বাড়ি, স্নানের ঘাট, রাস্তা, আলো-সহ উন্নয়নের কাজ ঝড়ের গতিতে চলছে। মার্চ মাসের মধ্যেই সবটা শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে।

## সম্পাদকীয়

### ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জেলেনস্কির জবাবই যেন সলতেয় আগুন

খনিজ চুক্তি নিয়ে ঘরে ডেকে যুদ্ধরত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে কার্যত অপমান করেছে হোয়াইট হাউস। শুক্রবার রাতে ওভাল অফিসে বৈঠক চলাকালীন এনিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বাকযুদ্ধ এতটাই চরমে ওঠে যে শেষমেশ 'ঘাড়ধাক্কা' দিয়ে প্রেসিডেন্ট-সহ জেলেনস্কি ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলকে বের করে দেওয়া হয়।এই জবাবেই কার্যত সলতেয় আগুন ধরে যায়। এমনিতে এধরনের বৈঠকে প্রোটোকল অনুযায়ী, স্যুট পরার চল আছে। একমাত্র জেলেনস্কি সেসব তথাকথিত ‘ফরমাল’ পোশাক ছেড়ে সোয়েটশার্ট, স্ল্যাক্স পরেই গিয়েছেন বৈঠকে। মার্কিন সাংবাদিকরা তা নিয়ে প্রশ্ন করায় ঠান্ডা মাথায় জেলেনস্কি জবাব দিলেও এরপরই ট্রাম্পের খোঁচা, সব সেজেগুজে এসেছেন! এমন সব কথোপকথনেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যার ফলস্বরূপ জেলেনস্কিদের চূড়ান্ত অপমান হোয়াইট হাউসের।এই ঘটনা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। কিন্তু প্রশ্ন হল, কী এমন কথা হল ট্রাম্প-জেলেনস্কির যাতে বিবাদ এই পর্যায়ে পৌঁছল? সেই অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যাচ্ছে, ঘটনার সূত্রপাত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে মার্কিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্ন ঘিরে। তাও আবার মামুলি পোশাক নিয়ে। ‘স্যুট পরেননি কেন?’, এই প্রশ্ন শুনে নিজের মতো করে জবাব দেন জেলেনস্কি। তাতেই যেন সলতেয় আগুন ধরে যায়!শুক্রবার ওভাল অফিসে খনিজ চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে যাওয়ার সময় জেলেনস্কির পরনে প্রথামাফিক অফিশিয়াল স্যুট নয়, ছিল কালো সোয়েটশার্ট, কালো স্ল্যাক্স আর বুটজুতো। একেবারে সাদামাটা পোশাক। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের এমন পোশাক কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মার্কিন সাংবাদিকরা। আর ওভাল অফিসে সকলের উপস্থিতিতে বৈঠকের মাঝেই এক সাংবাদিক সেই প্রশ্ন করে বসেন। জেলেনস্কিকে জিজ্ঞাসা করেন, ”স্যুট পরেননি কেন? আপনার কি স্যুট আছে?” তা শুনে হেসে ফেলেন জেডি ভান্স। তা উপেক্ষা করে দৃঢ় গলায় জেলেনস্কি বলেন, ”স্যুট সেইদিন পরব, যেদিন ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শেষ হবে। হয়ত একটু সস্তার স্যুট পরব, হয়ত আপনাদের মতো এত দামি হবে না। আপনারা তো সবাই এখানে দেখছি স্যুট পরেই এসেছেন। আমিও পরব, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে।”

# মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(নবম পর্ব)



আছে। ঈশ্বর ছাড়া জীবের কোন গতি নেই, মা যাকে দিয়ে যা করায়, তাই সে কাজটি করে । মা আজো পশ্চিম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিরাজমান, তাই বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত দ্বারকা নদীর পূর্ব পাড়ে অতীতের চন্ডীপুর আজ তারাপীঠে পরিনত হয়েছে। তবে আগেকার শিমূল গাছ আজ আর নেই। নেই খরস্রোতা দ্বারকা নদীটিও। বর্তমানে মহাশ্মশানের ভয়াবহতাও অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবে প্রাচীন কালের মতো আজও দেবীর মাহাত্ম্য অমলিন। তারা মায়ের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার পর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

## '২০ মার্চের মধ্যে জবাব চাই..,' হাইকোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

পক্ষভুক্ত হতে পারবে না?

এরপরই ২০ মার্চ, মামলার পরবর্তী শুনানিতে এই বিষয়ে হলফনামা পেশ করে জবাবদিহি করার জন্য মূল মামলাকারীকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ২০১৬ সালের SLST-র মাধ্যমে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের প্যানেল তৈরি হয়েছিল। যার মধ্যে অধিকাংশ চাকরিপ্রার্থীই নিয়োগপত্রও হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন। এরপরই হয় বিপত্তি। গুটি কয়েক অযোগ্য প্রার্থী মামলা করায় গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই এখনও আটকে রয়েছে।

অভিযোগ, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর এই মামলার কারণেই নিয়োগ আটকে রয়েছে। ২০২২ সালে রাজ্য সরকারের তৈরি অতিরিক্ত ১৬০০ শূন্যপদ নিয়ে এই মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ, অনেক যোগ্য চাকরিপ্রার্থী সুপারিশপত্র পেলেও নিয়োগ পাননি। মূল মামলাকারীর তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর দাবি, তার মক্কেলকে বঞ্চিত রেখে উলটো পথে নিয়োগের চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।

পাল্টা রাজ্যের দাবি, "রাজ্য নিজের অধিকারেই ক্যাবিনেটে এই শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা যাতে কর্মহীন না হন, তার জন্য এই পদ তৈরি হয়েছে।" সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা বিচারাধীন একটা মেমো নম্বর ছাড়া তার সঙ্গে এই মামলার কোনও সম্পর্ক নেই বলেও কোর্টে জানায় রাজ্য।

## শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এখানে উল্লেখ্য যে এক এক প্রদোষের এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে আসুন বিভিন্ন প্রদোষ ব্রত সম্পর্কে জেনে নেই।

সোম প্রদোষঃ যে সকল প্রদোষ এর তিথি সোমবার পালিত হয় সেগুলো সোম প্রদোষ নামে পরিচিত। এই ব্রত পালনকারী ভক্তদের মনে সকল বিষয়ে নিয়ে সুচিন্তার বোধোদয় হবে এবং তাঁদের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

ক্রমশঃ


## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

# যাদবপুরে ব্রাত্যের গাড়ি ভাঙচুর, আহত শিক্ষামন্ত্রী!

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মচারী সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর। –নিজস্ব চিত্র।

এবং সহনশীলতাকে কেউ যেন দুর্বলতা ভেবে না নেয়। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি। হামলাকারীদের গণতান্ত্রিক ভাবেই জবাব দেওয়া হবে।'

ব্রাত্যকে হেনস্থা করার প্রতিবাদ সন্ধ্যা ৭টায় সুকান্ত সেতু থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল। এই মিছিলে যোগ দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস, যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং যাদবপুরের বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার।

কিন্তু তাঁর সামনেই চলতে থাকে বিক্ষোভ। ওঠে 'চোর-চোর' এবং 'গো ব্যাক স্লোগান'। পরে মন্ত্রীর গাড়ি এবং সঙ্গে থাকা দু'টি পাইলট কারে ভাঙচুর চালানো হয়। ভেঙে দেওয়া গাড়ির 'লুকিং গ্লাস'ও। মন্ত্রী হেনস্থার জেরে আহত হয়েছেন তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তিনি যান এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে।

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ থেকে রেহাই পাননি অধ্যাপকেরাও। এক সময় প্রতিবাদী পড়ুয়াদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় ওয়েবকুপার সদস্যদের। যাদবপুরের অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার সদস্য ওমপ্রকাশ মিশ্রকে লাঠি হাতে তাড়া করেন বাম এবং অতি বাম সংগঠনের কয়েক জন পড়ুয়া। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ধস্তাধস্তির মধ্যে এক পড়ুয়ার মাথা ফেটেছে। আহত হয়েছেন দুই অধ্যাপক। এক মহিলা শাড়ি ছেঁড়ার অভিযোগও উঠেছে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর আগে ছাত্রবিক্ষোভ সম্পর্কে ব্রাত্য বলেন, 'এই গুন্ডামি চলতে পারে না। পড়ুয়াদের চার জন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে পারি। কিন্তু সবাই মিলে গুন্ডামি করলে মুশকিল। তবে আমি কোনও প্ররোচনায় পা দেব না। যাঁরা এগুলি করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে উপাচার্য পদক্ষেপ করবেন।'

অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পড়ুয়াদের। শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। –নিজস্ব চিত্র।

পরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে ব্রাত্য বলেন, 'এটা যদি উত্তরপ্রদেশে হত, কোনও ছাত্র সংগঠন এই কাজ করতে পারত? আজকের যে ঘটনা, আমরা চাইলেই পুলিশ ডাকতে পারতম। কিন্তু আমি বারণ করেছি, শিক্ষাঙ্গনে যেন এক জনও পুলিশ না প্রবেশ করে।' এর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা আজ অধ্যাপকদের উপর আক্রমণ করছেন, তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে ক'টা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? তাঁরা তৃণমূলের অধ্যাপকদের উপর আঘাত করতে চান, কিন্তু বিজেপির ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন।'

শনিবার বেলায় যাদবপুরের ওপেন এয়ার থিয়েটারে ওয়েবকুপার বৈঠকে যোগ দেন ব্রাত্য। সেই বৈঠক শুরু হওয়ার আগে তৈরি হয় উত্তেজনা। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ ভোটের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই, আইসা, ডিএসএফ (ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস' ফ্রন্ট)-এর সদস্যেরা। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পাল্টা মানববন্ধন তৈরি করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর সদস্যেরা। বৈঠকে যোগ দিতে এসে বিক্ষোভকারীদের বাধার মুখে পড়েন ব্রাত্য। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ওপেন এয়ার থিয়েটারের পিছন দিয়ে মঞ্চে তোলা হয়।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# হতভাগা শুয়োর! চড় মারেনি এই ভালো', ট্রাম্পের হাতে 'লাঞ্ছিত' জেলেনস্কিকে কুৎসিত আক্রমণ রাশিয়ার

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কার্যতই লাঞ্ছিত হয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আর এরপরই তাঁকে কুৎসিত আক্রমণ করল রাশিয়া। রুশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভার দাবি, ট্রাম্প নাকি রীতিমতো সংযম দেখিয়েছেন জেলেনস্কির সামনে।বৈঠকে একদিকে যেমন রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনা নিয়ে কথা হয়েছে, তেমনই ইউক্রেন-আমেরিকার খনিজ চুক্তি নিয়েও আলোচনা হয়। ট্রাম্প জেলেনস্কিকে জানিয়েছেন, তিনি নিরপেক্ষ থেকে দুদেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চান। রাশিয়া বা ইউক্রেন কারও দিকেই তিনি ঝুঁকে নেই। তবে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে হলে খানিকটা আপস করতে হবে ইউক্রেনকে। ট্রাম্পের বক্তব্য, ইউক্রেন-রাশিয়ার মধ্যে শান্তি ফেরানোর উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে ন্যাটোকেও।বদমাশ'

জেলেনস্কিকে নাকি চড় মারা উচিত ছিল আমেরিকার রাষ্ট্রনেতার। মারিয়াকে টেলিগ্রামে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'আমার মনে হয় জেলেনস্কির সমস্ত মিথ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যা ছিল হোয়াইট হাউসে করা তাঁর ওই দাবিটা। যেখানে তিনি বলছেন ২০২২ সালে কিয়েভ সরকার একা ছিল, কোনও সমর্থন ছাড়াই। ট্রাম্প এবং ভ্যান্স যেভাবে ওই বদমাশকে আঘাত করা থেকে বিরত ছিলেন, তা সংযমের এক অলৌকিক নজির।'এখানেই শেষ নয়। রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি হেড দিমিত্রি মেদাভদেভ জেলেনস্কিকে 'উদ্ধত শুয়োর' বলে তোপ দেগেছেন। তাঁর মতে ওভাল অফিসে একটা 'ঠিকঠাক চড়' প্রাপ্য ছিল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের। এই তরজাকে 'ঐতিহাসিক' বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার ওভাল অফিসে মার্কিন এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের বাদানুবাদে বাক্য হারিয়ে ফেলেছে শঙ্কিত বিশ্ব। তুমুল বচসার ফলশ্রুতি হয়নি খনিজ চুক্তি। আর এই পরিস্থিতিতে 'মজা' দেখছে রাশিয়া। তা স্পষ্ট হয়ে গেল মস্কোর প্রতিক্রিয়ায়।

(২ পাতার পর)

## আবারও গরু পাচার রুখে দিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ, গরু পাচারের ঘটনায় গ্ রেফতার ২, উদ্ধার ৪টি গরু

টি গরু নিয়ে ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিক থেকে গোপীবল্লভপুর হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর যাওয়ার সময় নয়াগ্রাম থানার চাঁদাবিলা এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিং এ পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে পুলিশ। সেখানে গরুর কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারাই পিকআপ ভ্যান সহ গরু গুলিকে আটক করে পুলিশ এবং দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে নাকা চেকিং চালানোর সময় গরু পাচার রুখে দিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে ধৃত দুজনকে তোলা ঝাড়গ্রাম আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক তাদেরকে চার দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

(৩ পাতার পর)

## সরকারি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের শিল্প, ফারুকীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে মঞ্চেই ইস্তফা বিশিষ্ট শিল্পীর

কাজের একজন গুণমুগ্ধ আমি।"ওইদিন বিকালে মুনির চৌধুরী প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ করেন। সঙ্গে অভিযোগের আঙুল তোলেন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকির দিকে। জামিল আহমেদ অভিযোগ করে বলছেন, "মন্ত্রণালয় থেকে শিল্পকলাকে অধীনস্থ করে রাখতে চায়। শিল্পকলা যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান – তারা সেটা মানতে চায় না।"শুক্রবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে জামিল আহমেদ জানান, মন্ত্রকের 'অযাচিত হস্তক্ষেপে' ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর সংস্কৃতি অঙ্গনে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মঞ্চ থেকে নেমে সেই আগুনে যেন ঘি ঢেলে দেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। শুক্রবার রাতে নাট্যশালা মিলনায়তনে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর উপস্থিত সবাই জামিল আহমেদকে মহাপরিচালক পদে বহাল থাকার অনুরোধ করলে তিনি চারটি শর্তের কথা বলেন। যেগুলো মানলে তিনি ফেরার সিদ্ধান্ত বিবেচনা করবেন বলে জানান। সঙ্গে জানান, মন্ত্রণালয় তথা খোদ সংস্কৃতি উপদেষ্টার সঙ্গে তার বিরোধের সূত্রপাতের কথা। এই নাট্যজন জানান, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে শিল্পকলার ফান্ড থেকে টাকা চাওয়া হয়েছে। তবে সেটি ছিল চিঠিপত্র ছাড়াই মৌখিক!জামিল আহমেদ জানান, "সে একটি প্রজেক্ট করছে। তার জন্য আমার কাছে চেক চায়, কোনও রকম চিঠি ছাড়া। আকাডেমি থেকে টাকা দিতে হবে! একটা প্রজেক্ট করছে সে। টাকার খুব দরকার তার। কোনও চিঠি ছাড়া সে কেমন করে চেক চায় আমার কাছে? আমি বললাম, 'চিঠি ছাড়া আমি চেক দিতে পারব না'। এরপর সে আমাকে বলে, 'আপনাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করতাম, আর করব না'।"

## প্রধানমন্ত্রী ১ মার্চ "কৃষি ও গ্রামীণ সমৃদ্ধি" শীর্ষক বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনারে অংশ নেবেন

**নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১ মার্চ বেলা ১২.৩০ মিনিট নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনার "কৃষি ও গ্রামীণ সমৃদ্ধি"-তে অংশ নেবেন। এই উপলক্ষে তিনি ভাষণও দেবেন।

চলতি বছরের বাজেট ঘোষণার কার্যকর রূপায়ণ নিয়ে কৌশল স্থির করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবপক্ষকে একত্রিত করা এবং প্রয়োজনীয় মত বিনিময়ের লক্ষ্যেই এই ওয়েবিনারের আয়োজন। কৃষির অগ্রগতি এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধির ওপর আলোচনায় জোর দেওয়া হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, শিল্পমহলের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এই ওয়েবিনারে যোগ দেবেন এবং বাজেটের সফল রূপায়ণ নিয়ে প্রয়োজনীয় মতামত জানাবেন।

# সিনেমার খবর

## শুটিং ফেলে চেন্নাইয়ের হাসপাতালে কেন আমির খান?

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

শুটিংয়ের ব্যস্ততা ফেলে হঠাৎই চেন্নাইয়ের হাসপাতালে ছুটেছেন অভিনেতা আমির খান। তবে নিজের জন্য নয়, চেন্নাইয়ের এক নামী বেসরকারি হাসপাতালে মাকে নিয়ে গেছেন আমির।

সম্প্রতি চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালের বাইরে অভিনেতার ছবি উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে। তাহলে কি ফের গুরুতর অসুস্থ অভিনেতার মা না কি স্রেফ রুটিন চেক আপের জন্যেই তাকে নিয়ে চেন্নাইয়ের হাসপাতালে হাজির হয়েছেন আমির?

এখনও জানা যায়নি সেই জবাব। যদিও এ প্রসঙ্গে আমিরের টিমের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

২০২২-এ দীপাবলির সময়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন আমিরের মা। তবে উৎসবের মৌসুমে সেই খবর প্রচারিত হোক, তেমনটা চাননি আমির। সেই সময়ে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন জিনাত খান।

জানা গিয়েছিল, আমির খান এবং তার গোটা পরিবার দীপাবলিতে পঞ্চগনির ফার্ম হাউজে ছিল। সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন আমিরের মা। তারপরই তড়ঘড়ি মা-কে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে নিয়ে আসেন অভিনেতা।

পরে চিকিৎসার জন্য তাকে চেন্নাইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ছবির কাজ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'। সেই জায়গায় নিজের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি।

## রাজনীতি ছাড়ার কারণ জানালেন অভিনেত্রী পায়েল

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

অভিনয়ের পাশাপাশি একটা সময় রাজনীতিতে সক্রিয় হন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার। বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পূর্ব আসনে নির্বাচন করেছেন তিনি। তবে খুব বেশিদিন রাজনীতির মাঠে কাজ করেননি। হঠাৎ রাজনীতি থেকে সরে আসেন পায়েল।

২০ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজনীতি ছাড়ার বিষয়ে কথা বলেছেন পায়েল। তিনি জানান, রাজনীতি বিষয়টা একেবারে আলাদা পেশার মতো। তাই অভিনয় ছেড়ে রাজনীতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

পায়েল বলেন, 'তখন তো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগ পাইনি। আর রাজনীতির মাঠে নেমে মানুষের জন্য কাজ করতে হলে, যে দলের হয়ে কাজ করছি, তাদের একটা সমর্থন থাকা উচিত। এই সমর্থনটা আমি তখন সেভাবে পাইনি। তা ছাড়া রাজনীতি একটা আলাদা পেশার মতো। আর অভিনয় ছেড়ে রাজনীতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

টালিউড সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে রাজনীতি প্রবেশ করেছে অনেক আগেই। সেটাকে হতাশাজনক বলেন মনে করেন না পায়েল। তাঁর কথায়, 'রাজনীতির প্রবেশ নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। যে পরিবর্তনই হোক না কেন, সেটা যেন ভাল হয়। সেটা যেন কাজের ক্ষেত্রে কোনও বাধা না সৃষ্টি করে।'

ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় ২০ বছর কাটিয়ে ফেছেলেন। একটা সময় ছিল যখন বাংলা ছবির নায়িকারা পর পর ছবিতে কাজ করতেন। নিজের কাজ নিয়ে পায়েল বলেন, "২০০৭ সালে 'আই লভ ইউ' ছবিতে প্রথম মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করি। তারপর থেকে আমি কাজ করে চলেছি। শিল্পীর কেরিয়ারে চড়াই-উতরাই থাকতেই পারে। আমি কিন্তু কখনও বিরতি নিইনি। এখনো কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমানে 'বাবু সোনা' সিনেমা কাজ শেষ। কিছুদিন পর এটা মুক্তি পাবে।"

## 'অ্যানিম্যাল'-এর শুটিংয়ে রণবীরের কাণ্ডে কেঁদে ফেললেন রাশমিকা

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

'অ্যানিম্যাল' ছবির গল্প অনুযায়ী, রণবীর কাপুর তার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করা রাশমিকা মান্দানাকে প্রতারণা করেন। সেই দৃশ্যে রাশমিকার চোখে পানি চলে আসে। তবে শুধু শুটিং নয়, বাস্তবেও রণবীরের কারণে আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন রাশমিকা!

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অ্যানিম্যাল'-এর শুটিং চলাকালীন একদিন রাশমিকার নাস্তা একেবারেই ভালো লাগেনি। তিনি নাস্তাটি বিরক্তিকর বলে মন্তব্য

করেন। তবে পরদিনই ঘটে এক চমকপ্রদ ঘটনা!

রাশমিকা জানান, 'পরদিন দেখি রণবীর আমার জন্য বিশেষ নাস্তার ব্যবস্থা করেছে। কী মিষ্টি! নিজের রাঁধুনি দিয়ে সেই খাবার বানিয়েছিল সে।'

রণবীরের এই আচরণে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলেন রাশমিকা। তার মনে হয়েছিল, "সেই একই খাবার এত সুস্বাদু হলো কীভাবে!" এরপর রণবীর কৌতুক করে বলেন, "কী ব্যাপার? সেই একই বিরক্তিকর খাবার কেন খাচ্ছ তুমি?"

রাশমিকাও হাসতে হাসতে জবাব দেন, "তুমি ভাগ্যবান, তোমাদের একজন দারুণ রাঁধুনি আছে। আমাদের তো সে সুযোগ নেই!" এরপর মজা করে আরও বলেন, "আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা কি আর হায়দরাবাদ থেকে ব্যক্তিগত রাঁধুনি রাখতে পারি?"

# ইনজুরি জয় করে দেড় বছর পর ব্রাজিলের স্কোয়াডে নেইমার

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

শৈশবের ক্লাব সান্তোসের জার্সিতে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। সৌদি আরবে দীর্ঘ ইনজুরি কাটিয়ে তিনি চলতি বছরের জানুয়ারিতে যোগ দেন সাও পাওলোর ক্লাবটিতে। চিরচেনা রূপে ফেরার পথে থাকায় নেইমারের জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে দেড় বছর পর তাকে ব্রাজিল জাতীয় দলের প্রাথমিক স্কোয়াডে ডেকেছেন কোচ দরিভাল জুনিয়র।

তবে এটি ব্রাজিলের চূড়ান্ত স্কোয়াড নয়। আগামী সপ্তাহে চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে ৫২ ফুটবলারের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। এই তালিকা থেকে ২৩ জন খেলোয়াড় চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা পাবেন। ব্রাজিল তাদের আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ খেলবে—২১ মার্চ কলম্বিয়ার বিপক্ষে এবং ২৬ মার্চ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বিপক্ষে।

জাতীয় দলের হয়ে আসন্ন ম্যাচগুলোতে খেলার ইচ্ছার কথা কিছুদিন আগেই প্রকাশ করেছিলেন নেইমার। যদিও তিনি দলে ফেরার সিদ্ধান্ত কোচের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রাথমিক স্কোয়াডে ডাক পাওয়ায় তার হলুদ জার্সি গায়ে জড়ানোর সম্ভাবনা জোরালো হলো।

এর আগে ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে খেলতে গিয়ে A C L ইনজুরিতে পড়েছিলেন নেইমার। এর ফলে প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাকে। তিনি ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে মাঠে ফেরেন এবং সৌদি ক্লাব আল-হিলালের হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল-আইনের বিপক্ষে খেলেন। তবে এরপর আবারও চোটের সমস্যায় পড়েন, ফলে বেশ কয়েকটি ম্যাচে তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হয়।

এই অবস্থায় নেইমারকে আর রাখতে চায়নি আল-হিলাল। অন্যদিকে, তিনি নিজেও শৈশবের ক্লাবে ফেরার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। ফলে জানুয়ারির দলবদলের সময় বড় অঙ্কের আর্থিক সুবিধা ছেড়ে সান্তোসে ফিরে আসেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে নেই ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকা অঞ্চল থেকে শীর্ষ ছয়টি দল বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে এবং সপ্তম দলটিকে প্লে-অফ খেলতে হবে। ব্রাজিল হয়তো শীর্ষ ছয়ে জায়গা ধরে রাখতে পারবে, তবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য এটি যথেষ্ট সম্মানজনক নয়।

নেইমার ফেরার পর ব্রাজিল নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে চাইবে। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের পয়েন্ট টেবিলে ব্রাজিল বর্তমানে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। শীর্ষ চারে রয়েছে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ইকুয়েডর ও কলম্বিয়া।

# কিউয়িদের বিরুদ্ধে সামিকে বিশ্রাম, একাদশে বাঁ হাতি পেসার!

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কাল ভারতের সামনে নিউজিল্যান্ড। গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-নিউজিল্যান্ড। সেই ম্যাচটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐতিহাসিক। একদিকে যেমন বিরাট কোহলি ওডিআই সেঞ্চুরিতে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন মাস্টারব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরকে। তেমনই বিধ্বংসী বোলিংয়ে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ সামি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত ও নিউজিল্যান্ড দু-দলেরই সেমিফাইনাল নিশ্চিত। সামিকে নিয়ে ঝুঁকি নাও নেওয়া হতে পারে। সূত্রের খবর তেমনই। পরিবর্তে একাদশে আসতে পারেন অর্শদীপ সিং। এর আরও একটা কারণ রয়েছে।

নিউজিল্যান্ড দুর্দান্ত খেলছে। ভারতের মতো তারাও গ্রুপে এখনও দুটি ম্যাচই জিতেছে। তাঁদের ব্যাটিং লাইন আপে পাঁচ জন বাঁ হাতি রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অর্শদীপ নতুন বলে বেশি কার্যকর হতে পারেন। তেমনই সামির কাফ মাসল চোট। পাকিস্তান ম্যাচে প্রথম স্পেলে মাত্র ৩ ওভার বোলিং করেছিলেন। ভারতীয় শিবিরের পাশাপাশি ক্রিকেট প্রেমীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও ১০ ওভারের পরই ফের মাঠে নামেন, বোলিংও করেন। কিন্তু সামিকে প্রত্যাশিত ছন্দে দেখা যায়নি।

রবিবার নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। মঙ্গলবার সেমিফাইনাল। মাঝে সময় খুবই কম। প্র্যাক্টিসে অবশ্য সামি বোলিং করেছেন। কিন্তু সেমিফাইনালের আগে সময়টা কম থাকাতেই মনে করা হচ্ছে, সামিকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। অর্শদীপ সিং ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজেও খেলেছিলেন। তাঁকে এই ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হতে পারে। বেঞ্চ রেডি রাখাও টিমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

# ২ গোলের লিড নিয়েও মুম্বই 'দখল' হল না মোহনবাগানের

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

লিগ শিল্ড আগেই নিশ্চিত করেছিল মোহনবাগান। টানা দু-বার লিগ শিল্ড জয়ের ইতিহাসও গড়েছে। এর আগে কোনও টিম আইএসএলে টানা দু-বার লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। মোহনবাগানের মিশন অবশ্য শেষ হয়ে যায়নি। গত বার শিল্ড জিতলেও নকআউট ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল। এ বার জোড়া ট্রফিতেই নজর। ছন্দ হারাতে নারাজ মোহনবাগান। যদিও মুম্বইয়ের মাঠে মোহনবাগানের পরিসংখ্যান স্বস্তির ছিল না। মুম্বইয়ের মাঠে কখনও মুম্বই সিটি এফসিকে হারাতে পারেনি সবুজ মেরুন। এ বার ২-০ এগিয়ে থাকায় সম্ভাবনা প্রবল ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ১০ জনের মুম্বইয়ের বিরুদ্ধেও ড্র।

মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। প্রথমার্ধেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় হোসে মোলিনার টিম। ম্যাচের ৩২ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনের গোলে লিড নেয় মোহনবাগান। এক গোল কখনও সুরক্ষিত নয়। বিশেষ করে প্লে-অফ নিশ্চিত না হওয়া শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে তো আরও নয়। জেমির দিমি। ম্যাচের ৪১ মিনিটে দিমিত্রি পেত্রাতোস ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মোহনবাগানকে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আরও রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি। ৫৭ মিনিটে একটি গোল শোধ করে মুম্বই সিটি এফসি। এক মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় হলুদ তথা রেড কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মুম্বই সিটি এফসির উইঙ্গার বিক্রম প্রতাপ সিং। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রেড কার্ড বিক্রমের। দু-বারই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। ১০ জনের মুম্বই সিটি এফসি অবশ্য হাল ছাড়েনি। তাদের কাছে এটি মরণ বাঁচন ম্যাচ।

নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে সেট পিস পাঞ্চ করেছিলেন বিশাল কাইথ। যদিও সামনে থাকা ন্যাথান রডরিগজ আবারও শট নেন। বিশাল কাইথ হাত ছোঁয়ালেও গোল আটকাতে পারেননি। স্কোর লাইন ২-২ হয়। ৬ মিনিট ইনজুরি টাইম দেওয়া হয়। শেষ দিকে কি আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছিল মোহনবাগান? এই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR